

"...তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না,..." ও ইসলামের প্রতি অপমানের জবাব



“(হে মুমিনগণ!)এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরিভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে, আমি তো এরূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন”। (সূরা আনয়াম ১০৮)

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদেরকে সস্বোধন করে বলছেন যে, তাঁরা যেন মুশরিকদের দেবতাগুলোকে গালাগালি না করে এবং ভালমন্দ না বলে। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে ঝগড়া ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি দিলে তারাও মুসলমানদের প্রভু আল্লাহকে গালি দিবে। মুশরিকরা বলতোঃ “হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনারা আমাদের দেবতাদের গাল দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও

আপনাদের প্রভুর নিন্দে করবো”। তাই আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলমানদের নিষেধ করলেন।

হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানেরা কাফেরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিতেন। তখন কাফিররাও হাকিকত না বুঝে বৈরিভাব নিয়ে আল্লাহ তা’আলাকে ভালমন্দ বলত। যখন আবু তালিব মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন তখন কুরাইশেরা পরামর্শ করে, “চল, আমরা আবু তালিবের কাছে যাই এবং তাকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন স্বীয় ভাতিজাকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেন। কেননা, এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার হবে যে, আবু তালিবের মৃত্যুর পর আমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যা করে ফেলব। কারণ, এরূপ করলে আরববাসী বলবে যে, আবু তালিবের জীবদ্দশায় তো কাপুরুষেরা কিছুই করতে পারলো না, আর যেমনই তিনি মারা গেলেন তেমনই তারা তাকে হত্যা করে ফেলল”।

সুতরাং, আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস এবং আরও কয়েকজন লোক প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করে। তারা মুতালিব নামক একটি লোককে অনুমতি লাভের জন্য প্রেরণ করে। আবু তালিব তাদেরকে ডেকে নেন। তারা তখন তাকে বলে, “হে আবু তালিব! আপনি আমাদের বড় এবং আমাদের নেতা। মুহাম্মদ আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে এবং আমাদের দেবতাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে এবং আমাদের দেবতাদেরকে গালি দিচ্ছে। আমরা চাই যে, আপনি তাকে ডেকে নিয়ে নিষেধ করে দেন। তিনি যেন আমাদের দেবতাদের নাম পর্যন্ত না নেন! নতুবা আমরাও তাঁকে এবং তাঁর আল্লাহকে ছেড়ে দেব না”।

একথা শুনে আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, “এরা তোমারই কাওম এবং তোমারই চাচার সন্তান’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন, “চাচা! খবর কি? এরা কি চায়?” তখন তারা বলে, “আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি আমাদের উপর এবং আমাদের দেবতাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। তাহলে আমরাও আপনার উপর এবং আপনার আল্লাহর উপর কোন হস্তক্ষেপ করবো না”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথার উত্তরে বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দেবো যে, যদি ওটা তোমরা মেনে নাও তবে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে এবং সমস্ত দেশ থেকে তোমাদের কাছে রাজশ্বের সম্পদ আসতে থাকবে?” উত্তরে আবু জাহেল বললো: “আপনার একটা কথা কেন দশটা কথা মানতে রাজি আছি। বলুন সেটা কি?” তিনি বললেন, ‘বল লা~ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তারা সেটা অস্বীকার করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবু তালিব তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, “হে ভাতিজা, এটা ছাড়া অন্য কথা বল। তোমার কওম তো একথাতে আরও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে!” একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “চাচাজান! এটা ছাড়া অন্য কিছু বলার আমার কি অধিকার আছে? এরা যদি আমার হাতে সূর্যও এনে দেয় তথাপি আমি এটা ছাড়া অন্য কিছুই বলতে পারি না”। একথা দ্বারা তাদেরকে নিরাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে তাকে বললো: “আমাদের দেবতাদেরকে ভালমন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাকে ও আপনার আল্লাহকে গালি দিব”। এজন্যেই আল্লাহ পাক বললেন, “তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরিভাবে আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে”। সুতরাং তাদের দেবতাকে গালি দেবার যৌক্তিকতা থাকলেও এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

- অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে তার পিতা মাতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে?” উত্তরে তিনি বলেন: “যে অন্য লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন লোকটি এর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন লোকেরা মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি যেন নিজের পিতা-মাতাকেই গালি দিলো”।

আল্লাহ পাক বলেন, “এভাবেই আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি”। অর্থাৎ যেমন এই কওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তদ্রূপ পূর্ববর্তী উম্মতও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকে পছন্দ করতো।

আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে, শেষ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃতকার্যগুলো ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেইগুলো ভাল হয় তবে তারা ভাল বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তবে মন্দ বিনিময়ই পাবে।

[তাফসীর ইবনে কাসীর হতে]

كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ۚ رَٰعِلِيمٌ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغِيٍّ فَيُكَبِّرُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে লিখেছেন,

আমাদের কর্তব্য হবে, শালীনভাবে মুশরিকদের পরিত্যাগ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য এবং তাদের সাথে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সম্পর্কচ্ছেদ হবে একটি নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়ে মর্যাদাপূর্ণভাবে এবং সুচারুভাবে যা মুমিনদের মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মুশরিকদের দেব-দেবীদেরকে গালি গালাজ না করে। কারণ এতে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সঠিকভাবে না বুঝার কারণে ওরাও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালাকেই গালি দিয়ে বসবে। ফলে ওদের দেব-দেবীদের নিন্দা মন্দ বলাটাই আল্লাহর প্রতি নিন্দার কারণ হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

“(হে মুমিনগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরিভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে, আমি তো এরূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন”।

মানুষের

প্রকৃতিই

হচ্ছে,

সে যা করে, তা ভালো মনে করেই করে এবং এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ভালো কিছু করলে তাকেই ভালো মনে করে এবং তার বিরুদ্ধাচারীদেরকে প্রতিরোধ করতে চায় এবং মন্দ করলেও অনুরূপভাবে তাকেই ভালো মনে করে এবং তার বিরোধীদেরকে প্রতিরোধ করতে চায়। তবে সঠিক পথে কাজ করলে তাকে সে ভালো মনে করেই করে আর ভুল পথে কাজ করলেও সেটাকে সে ভালোই জানে। এটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি। আর ওরাই তো আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল, যদিও তারা জানতো ও মানতো যে, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর রিযিকদাতা। তবু মুসলিমেরা ওদের মাবুদদের গালি দিলে ওরা ক্ষেপে যেত এবং ভীষণ শত্রুতে পরিণত হয়ে যেত, যেহেতু তাদের মাবুদদের প্রতি তারা ভক্তি শ্রদ্ধার আকিদায় ভরপুর ছিল। যেহেতু তারা পূজা অর্চনা করাকে পছন্দ করতো, তাই তার ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপও অনুসরণের ব্যাপারে জাহেলী আকিদায় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ছিলো। সুতরাং, মুমিনদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা যে অবস্থায় আছে, তার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া।

আল্লাহ বলছেন, “অতপর তাদের (আসল) রব-এর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল , আর তখনই তিনি তাদেরকে তাদের অতীতের সকল কাজ সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন”।

এটাই মুমিনদের পক্ষ হতে উপযুক্ত ব্যবহার এবং তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আদব, যেহেতু সে তার নিজ দ্বীনের উপর টিকে থেকে নিশ্চিত। যে হকের উপর টিকে আছে, তার উপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তার অন্তর তাকে সঠিক পথে চালিত করছে। সে জানে যে, এর বাইরে চলে যাওয়াতে তার কোন ফায়দা নেই। সুতরাং ওদের মাবুদকে গালি দেয়ায় তার নিজের বা তার দ্বীনের জন্য কোন উপকার হবে না। বরং উলটা ক্ষতিই হবে- ওরা যখন আল্লাহকে গালি দিবে তখন কষ্ট লাগবে। আর তার নিজের গালিই শেষোক্ত গালির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং মুমিনদের কখনো এটা করা উচিত নয় এবং এটা তাদের মর্যাদার খেলাফ। এতে মুশরিকরা তাদের শিরক ত্যাগ করবে না, বরং তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়বে। অপরদিকে মুমিনদেরও এই আচরণের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই, বরং এই আচরণ তাদেরকে এমন কিছু শুনতে বাধ্য করবে, যা তাদের ভালো লাগবে না এবং তা হবে

মুশরিকদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের জন্য গালি।[তাফসীর সমাপ্ত]

আল্লাহ বলছেন, “আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে,যারা সঠিক পথে আছে”। (সূরা নাহল ১২৫)

যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমান ও মানহানি করে তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানো জরুরী

প্রশ্নঃ আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে এই ব্যাপারে অবগত নয় যে, খ্রিস্টানরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অপমান ও মানহানির জন্য কি কি বলে থাকে, এবং আমরা এটাও জানি যে, মুসলিম যুবকদের মাঝে তাদের দীন ও নবীর (সা) ব্যাপারে কি ধরণের রক্ষণশীল আবেগ (গিরাহ) কাজ করে। যারা বিভিন্ন বিদ্বেষপূর্ণ অপমানজনক কথাবার্তা বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান হানির চেষ্টা করে তাদের প্রতি কী প্রতিক্রিয়া জানানোর অনুমতি ইসলাম প্রদান করে? যেমন ধরুন; তাদের সেই বক্তাকে পাল্টা অপমান করার দ্বারা, উল্লেখ্য, আমি তাদের একজনকে অপমান করেছি কিন্তু এরপর আমার কিছু আত্মীয় আমাকে উপদেশ দিলেন এ ধরণের কাজ না করার জন্য, কেননা তাদের ধারণা এ ধরণের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা আরও বেশি ক্ষেপে যাবে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরো বিদ্রূপ মানহানি করবে, ফলে তাদের উস্কানিদাতা হিসেবে তাদের কৃত পাপের ভার আমার কাছে চলে আসবে?

প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করেছেন শাইখ ‘আবদ আল-রাহমান আল-বাররাক

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ্,

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মানহানি করা কুফরের একটি প্রকার। যদি কোন মুসলিম এই কাজটি করে থাকে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে, আর এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মান রক্ষা করা আর সেটা করা হবে সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার মাধ্যমে, যে আল্লাহর রাসূলের মানহানি করেছে। আর যদি মানহানিকারী ব্যক্তিটি জনসম্মুখে তওবা করে এবং তা আন্তরিক, তাহলে তার এই তাওবা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাকে উপকৃত করবে, যদিও এই তাওবার ফলে সে শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না আর তা হচ্ছে তাকে হত্যা করা।

যদি মানহানীকারী ব্যক্তি অমুসলিম হয়, আর সে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় আছে, তাহলে তার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে, কিন্তু এই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে (উল্লেখ্য, এখানে মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কথা বলা হচ্ছে, কোন রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হলেই রাষ্ট্রটি মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যায় না, এক্ষেত্রে শরীয়াহ কার্যকর থাকার শর্ত)।

যদি কোন মুসলিম শুনতে পায় কোন খ্রিস্টান অথবা যে কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানহানি করছে তাহলে কঠোর ভাষায় সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তিটিকে অপমান করার অনুমতি রয়েছে কেননা সে প্রথমে এই বিষয়টি শুরু করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে অবস্থান না নিয়ে কিভাবে আমরা নীরব থাকতে পারি? যদি দারুল ইসলাম হয়ে থাকে তাহলে আপনার উপর ফরয হচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়টি রিপোর্ট করা যাতে কর্তৃপক্ষ তার

উপর	শাস্তি	কার্যকর
করতে পারে। আর যদি এমন কেউ না থাকে যে হুদ কার্যকর করতে পারে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু		আলাইহি
ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে কেউ অবস্থান না নেয় তাহলে একজন মুসলিমের উপর করণীয় হল		
তাকে	করতে	হবে
সে করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আরও কোন বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কিংবা		যা
অন্যান্য	লোকদের	ক্ষতি
সাধন		করে।

কোন মুসলিম দেখতে পেল কোন কাফির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বেয়াদবী

করছে এবং

মানহানি করছে কিন্তু যদি এটা ভেবে কোন মুসলিম চুপ থাকে যে, আমার প্রতিবাদের ফলে লোকটি

আরও ক্ষেপে

গিয়ে আরো বেশি মানহানি করবে তাহলে তার এই চিন্তাধারা একটি ভুল। এক্ষেত্রে আমরা এই

আয়াতটি স্মরণ

করিয়ে বলতে চাই,

"তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরিভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে" (সূরা আনয়াম ১০৮)

এটা তাদের অপমানের জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে বিরত থাকা অর্থে প্রযোজ্য নয়, কেননা তারাই প্রথমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি গালাগালি ও মানহানি শুরু করেছে। বরং এই আয়াতের সঠিক অর্থ হল, মুশরিকদের দেবতাদের প্রতি অপমান করতে নিষেধ করা হয়েছে প্রথমে, কেননা এরপর তারাও অজ্ঞতা ও শত্রুতাবশত আল্লাহর প্রতি অপমান ও গালাগালি করবে। কিন্তু যদি তারাই শুরুতে ও প্রথমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মানে আঘাত হানে তাহলে আমাদের অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে, শাস্তি দিতে হবে যাতে তারা তাদের কুফর ও শত্রুতা থেকে সংযত হয়। আমরা যদি কুফর আর নাস্তিকদের ছেড়ে দিই আর যা খুশি তাই বলার অনুমতি দান করি, আর কোন হুমকি বা শাস্তি না দেই, তাহলে আরও বড় বিপর্যয় দেখা দিবে, আর কুফরীদের সেটাই কাম্য।

তার কথায় কর্ণপাত করার কোন কারণ নেই যারা বলবে যে, আমাদের প্রতিবাদের ফলে তারা আরো উদ্ধত হয়ে উঠবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য একটি রক্ষণশীল ঈর্ষা থাকতে হবে, আত্মসম্মান থাকতে হবে এবং রাগান্বিত হতে হবে। যে ব্যক্তি শুনল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করা হয়েছে আর সে নিজের ভেতর কোন রক্ষণশীল ঈর্ষা অনুভব করল না, রাগ অনুভব করল না সে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন নয়, আমরা আল্লাহর নিকট অসম্মান, কুফর ও শয়তানের আনুগত্য থেকে আশ্রয় চাই।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।
শাইখ আবদ আল-রাহমান আল-বাররাক, মাযাল্লাত আল-দাওয়াহ, মুহাররম, ইস্যু
নম্বর ১৯৩৩